দৈনিক দুর্নীতির বার্তা
https://dainikdurniti.com
প্রকাশনা: মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
সংবাদ নেয়া হয়েছে: সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
মূল্য ১২ টাকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

নিরাপদ অভিবাসন নিয়ে মৌলভীবাজারে রিক্রুটিং ও ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে মতবিনিময় সভ

মৌলভীবাজারমৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি: মো হাসান আহমেদ ইয়ামিননিরাপদ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে মৌলভীবাজারে রিক্রুটিং এজেন্সি ও ট্রাভেল এজেন্সির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল।সভায় নিরাপদ অভিবাসন, বিদেশগামী কর্মীদের সঠিক তথ্য প্রদান, বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাওয়া এবং অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিদেশগামীদের হয়রানি ও প্রতারণা রোধে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর দায়িত্বশীল ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।সভাটি আয়োজন করে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস।

টাকা ছাড়া ফাইল নড়ে না সিলেট সদর নির্বাচন কর্মকর্তা শাহীনুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সিলেট জেলা প্রতিনিধি মোঃ হাসান আহমেদ ইয়ামিন প্রবাসীদের এনআইডি সেবায় ভোগান্তি, তদন্তে নির্বাচন কমিশন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ইস্যু ও সংশোধনসহ বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ, হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে প্রবাসী সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি এবং নানা অজুহাতে হয়রানি করার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সৌদি আরব প্রবাসী মোঃ আব্দুল হক অভিযোগ করেছেন, সিলেট সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসে টাকা ছাড়া অনেক ফাইল নড়ে না। সেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সাধারণ সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি ও অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটছে বলে তিনি দাবি করেন। অভিযোগে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম চৌধুরীসহ অফিসের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও ঘুষ লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন—অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোঃ আনোয়ার হোসেন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোঃ আব্দুল হাসিব, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর অনল রজক এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর জাহাঙ্গীর আলম। অভিযোগকারী মোঃ আব্দুল হক জানান, এ বিষয়ে তিনি গত ২৪ জুলাই নির্বাচন কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তার অভিযোগ, নতুন ভোটার হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ উপজেলা নির্বাচন অফিসে গেলে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়। কেউ টাকা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে আবেদনপত্রে ভুল বা কাগজপত্রে ঘাটতি রয়েছে বলে তাকে বারবার অফিসে আসতে বলা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পরের তারিখ দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদের নতুন ভোটার হওয়ার প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও বড় অঙ্কের অর্থ...